

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি

৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১০টি আসন সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাজধানীর সকল সরকারি এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আসন সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ১০টি আসন শুধুমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে পূরণ করতে বিদ্যালয়গুলোর প্রতি কড়া নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। চলতি বছর ভর্তি সংক্রান্ত সরকারি এ সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়গুলো যথাযথভাবে পালন করেনি বলে জানা গেছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রে।

সূত্র জানান, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, এ বছরে ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে উপরোক্ত সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সূত্র জানান, গত বছর সরকারি স্কুলগুলোতে স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৪শ' ৮২টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কথা থাকলেও ভর্তি করা হয়েছে মাত্র ২শ' ২৫ জনকে। অন্যদিকে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৯ হাজার ৯শ' ৭৪টি আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ৪শ' ৮১টি। তাছাড়া সকল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে সর্বনিম্ন ১০টি সিট স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত থাকলেও তা মোটেই বাস্তবায়ন হয়নি। এক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলের ব্যাপারে বলা হয়, 'বেসরকারি স্কুলের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুবই সীমিত'।

সূত্র জানায়, এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির জন্য ঢাকা মহানগরীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১শ' ২৮টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'শনাক্ত' করা হয়েছে। সভায় জানানো হয়, প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে যে আসন সংখ্যা নির্ধারিত থাকে

তা ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়েই পূরণ করা হয়। ফলে অন্য স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ কম থাকে। এক্ষেত্রে ওইসব মাধ্যমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শতকরা ১০ ভাগ আসন সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী হতে উত্তীর্ণ অপেক্ষাকৃত কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলেই আসন সংখ্যা সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক রঙের প্রশ্নপত্র ও আবেদনপত্র থাকতে হবে। যদি কোন স্কুলে শতকরা ১০ ভাগ সিট বা সর্বনিম্ন ১০টি আসনে স্বতন্ত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পাওয়া না যায় তবে শূন্য আসনগুলো পূরণের জন্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত খুব শিগগিরই স্কুলগুলোকে জানিয়ে দেয়া হবে।